ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২০৫

আগরতলা, ২২ এপ্রিল, ২০২৬

এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের ইএনটি ডিপার্টমেন্টের সাফল্য

শ্বাসনালীতে সফল অস্ত্রোপচারে নতুন জীবন ফিরে পেল ১০ মাস বয়সী শিশু কন্যা

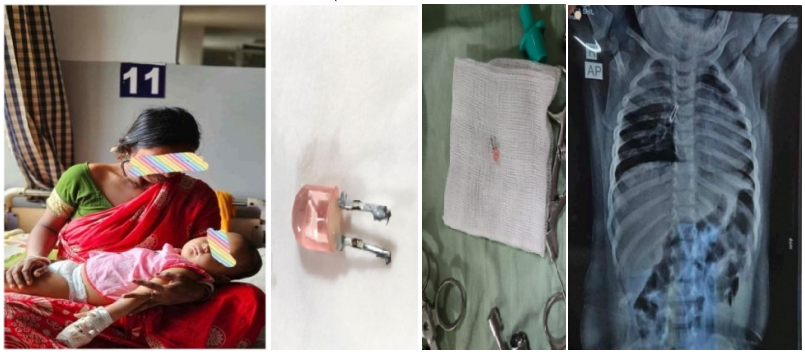

জিবিপি হাসপাতালের ইএনটি ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সফল অস্ত্রোপচারে এক শিশুকন্যা নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে। গত ১৮ এপ্রিল খেলারছলে দুর্ঘটনাবশত গোমতী জেলার কাঁকড়াবন এলাকার বাসিন্দা অজয় শীলের ১০ মাস বয়সী শিশু কন্যা অর্পিতা শীলের মুখের ভেতরে একটি লেড বাল্ব চলে গিয়েছিল। তাতে হঠাৎ শিশুটির কাশি ও শ্বাসকষ্টের সমস্যা হতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে শিশুটির অভিভাবকরা শিশুটিকে দুপুর ১টা নাগাদ গোমতী জেলা হাসপাতাল নিয়ে আসেন। সেখানে চিকিৎসকরা শিশুটির অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে রেফার করে দেন। এদিনই বিকেল ৩টা ৩০ মিনিট নাগাদ শিশুটিকে জিবিপি হাসপাতালের ইএনটি ডিপার্টমেন্টে ভর্তি করা হয়। ডিপার্টমেন্টের চিকিৎসকগণ দ্রুত শিশুটির পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে দেন। তখন হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট নাক,কান ও গলা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক প্রফেসর(ডাঃ) বিপ্লব নাথ শিশুটির পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে শিশুটির ডান শ্বাসনালীতে বহিরাগত একটি বস্তু (সীসার বাল্ব) সম্পর্কে নিশ্চিত হন। তাই তিনি শিশুটির শারীরিক অবস্থার পর্যবেক্ষণ করে জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়ার মাধ্যমে জরুরি ভিত্তিতে শিশুটির শ্বাসনালী থেকে উক্ত বহিরাগত বস্তুটি অপসারণ করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু শিশুটির শ্বাসতন্ত্র অত্যন্ত ছোট হওয়ায় ফলে এই বস্তুটি অপসারণ করা অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়ে। তখন ডিপার্টমেন্টের নাক,কান ও গলা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক প্রফেসর(ডাঃ)বিপ্লব নাথের নেতৃত্বে উক্ত জটিল প্রক্রিয়াকে সফল করার জন্য চিকিৎসকদের একটি টিম গঠন করা হয়। এরপর সকলের প্রচেষ্টায় চিকিৎসকগণ ব্রঙ্কোস্কোপির মাধ্যমে শিশুটির ডান শ্বাসনালী থেকে বহিরাগত বস্তুটি (সীসার বাল্ব) বের করতে সক্ষম হন। খুব কঠিন পরিস্থিতিতে অ্যানেস্থেসিয়া প্রদানের মাধ্যমে অত্যন্ত জটিলতার সাথে বিশেষজ্ঞ ইএনটি চিকিৎসকরা শিশুটির ডান শ্বাসনালী থেকে বহিরাগত বস্তুটি অপসারণ করেন। এরপর শিশুটি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলে গতকাল ২১ এপ্রিল হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। উক্ত অস্ত্রোপচারে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের নাক,কান ও গলা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক প্রফেসর(ডাঃ) বিপ্লব নাথের সাথে ছিলেন ডাঃ দেবলীনা দে, ডাঃ দীপশিখা ভট্টাচার্য, ডাঃ সুকুমার দেবনাথ, ডাঃ তন্ময় দেব ও ডাঃ বাগদত্তা পাল। উক্ত প্রক্রিয়ায় অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট ছিলেন ডাঃ ভাস্কর মজুমদার, ডাঃ চিরশ্রী চৌধুরী,অর্পিতা চৌধুরী, ডাঃ স্বপন দেববর্মা সহ ওটি নার্স এবং ওটি টেকনিশিয়ানরা। এই ধরনের গুরুতর অবস্থায় যখন শিশুটির প্রাণ সংশয় ছিল তখন রাজ্যের জিবিপি হাসপাতালেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে বিনা খরচে এই ধরনের সফল অস্ত্রোপচারের সুফল লাভ করে শিশুটির জীবন ফিরে পাওয়ায় শিশুটির পরিবার-পরিজনেরা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন ও ধন্যবাদ জানান। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

*****